জনাব মোঃ আবদুল হালিম, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
এর
বিসিক শিল্পনগরী, সুনামগঞ্জ পরিদর্শন প্রতিবেদন

গত ১৮.০১.২০২০ শনিবার দুপুর ২.০০ টায় শিল্প সচিব জনাব মোঃ আব্দুল হালিম বিসিক শিল্পনগরী, সুনামগঞ্জ পরিদর্শন করেন এবং জেলা প্রশাসন ও বিসিক-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে তিনি এক মত বিনিময় সভায় মিলিত হন। জনাব স্বপন কুমার ঘোষ, পরিচালক (যুগ্মসচিব), বিসিক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, জনাব নেপাল চন্দ্র কর্মকার, উপসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জনাব দীপঙ্কর রায়, সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব) সচিব মহোদয়ের সফর সঙ্গী হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে শিল্প সচিব মহোদয় সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসন, বিসিক সুনামগঞ্জ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিসিক শিল্প মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার স্থানীয় প্রতিনিধি ও সাংবাদিকগণের সাথে পরিচিত হন। অতঃপর শিল্প সচিব মহোদয়ের অনুমতিক্রমে উপ-ব্যবস্থাপক, বিসিক, সুনামগঞ্জ স্থানীয় বিসিকের কর্মকান্ডসমূহ পাওয়ারপয়েন্টের মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করেন।

০২। এক নজরে শিল্পনগরী, সুনামগঞ্জের তথ্যাবলীঃ

০১	শিল্পনগরীর নাম	বিসিক শিল্পনগরী, সুনামগঞ্জ
০২	শিল্পনগরীর অবস্থান	ওয়েজখালী, সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ
০৩	মোট প্রকল্প ব্যয়	৪১৭.০০ কোটি টাকা
০৪	মোট জমির পরিমাণ	১৬.১৫ একর
০৫	মূল শিল্প এলাকা	১০.৪৫ একর
০৬	প্রশাসনিক ও রাস্তাঘাটের সীমানা	৫.৭০ একর
	প্রতি শতক জমির বরাদ্দ মূল্য	১.২৮ লক্ষ(প্রায়) টাকা (এককালীন মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে)। এছাড়া ৫ বছরে ১০ কিস্তিতে জমির মূল্য পরিশোধযোগ্য (বার্ষিক ১০% হারে সুদ প্রযোজ্য)
০৭	মোট শিল্প প্লট সংখ্যা	১১৬ টি
০৮		এ টাইপ (৪,৫০০ বর্গফুট)- ৭৬ টি, বি টাইপ (৩,০০০ বর্গফুট)-৩১ টি, এস টাইপ (বিভিন্ন আকৃতির)-৯ টি
০৯	বরাদ্দকৃত প্লট সংখ্যা	৮৮ টি
১০	অবরাদ্দকৃত প্লট সংখ্যা	২৮ টি
	বিদ্যমান অবকাঠামোগত সুবিধা	১। পাকা রাস্তা ২। ড্রেনেজ ৩। পানি ৪। বিদ্যুৎ ৫। টেলিফোন ৬। গ্যাস (গ্যাস সংযোগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও সরকার বিধি মোতাবেক শর্ত পালন সাপেক্ষে)
	বরাদ্দপ্রাপ্ত শিল্প ইউনিট সংখ্যা	৪৭ টি
১১	ক) চালু শিল্প ইউনিট সংখ্যা	২৪ টি (২৯টি প্লটে)
১২	খ) নির্মানাধীন শিল্প ইউনিট	২৩ টি (৫৯টি প্লটে)
	গ) বন্ধ শিল্প ইউনিট	-
১৩	শিল্পনগরীতে চলমান মামলার সংখ্যা	নাই
১৪	শিল্প কারখানায় মোট বিনিয়োগ	৭৬ কোটি টাকা
১৫	পুঞ্জীভূত বকেয়া টাকার পরিমাণ	২৫.৫৪ লক্ষ টাকা
১৬	গত বছরের (২০১৮-১৯) আয়	১৬.৬৫ লক্ষ টাকা
১৭	বার্ষিক পণ্য উৎপাদন	২১৮ কোটি টাকা
১৮	মোট কর্মসংস্থান	২৭০ জন
১৯	চলতিবছরের (২০১৯-২০)আয়ঃ	১৮.৮৯ লক্ষ টাকা (১৬ জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত)
	প্রধান প্রধান শিল্প ইউনিটঃ	মেসার্স রহমান ফ্লাওয়ার মিল, মেসার্স ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ার্স, মেসার্স বাবুল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, মেসার্স মেঘনা বেকারি এন্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরী, মেসার্স এন এন ফুডস ইত্যাদি।
	শিল্প নগরীতে উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ	প্যাকেজিং সামগ্রী, আটা, ময়দা, সুজী, রুটি, বিস্কুট, কেক, চানাচুর, চিড়ামুড়ি, মেশিন পার্টস, আইসক্রিম, কৃত্রিম কয়লা, পরিশোধিত বিশুদ্ধ পানি, প্লাস্টিক চিপ্স, কটন, গ্রিল, গেইট ইত্যাদি।

(তথ্যঃ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত)

উপ-ব্যবস্থাপক, বিসিক, সুনামগঞ্জ সভায় জানান যে চলতি অর্থবছরে শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ১ টি কোর্সের মাধ্যমে ৩০ (ত্রিশ) জন প্রশিক্ষণার্থী কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোর্সসমূহে সর্বাধুনিক 'লার্নিং বাই ডুয়িং' পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরবর্তী তথ্য ও সেবা প্রদান করা হয়। শিল্প সচিব মহোদয় প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটাবেইজ তৈরি করে প্রশিক্ষণ পরবর্তী অবস্থার ফলোআপ রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

উপ-ব্যবস্থাপক, বিসিক, সুনামগঞ্জ সভায় জানান যে বিসিক শিল্পনগরী, সুনামগঞ্জে ১১৬ টি শিল্প প্লটের মধ্যে ইতোমধ্যে ৮৮ টি প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত প্লট বরাদ্দ কমিটির সভায় ১ টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ৩ টি প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২ টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৩ টি প্লট বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া অব্যবহৃত প্লট ও কারখানা বিহীন শিল্প ইউনিটসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্লটসমূহে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু না করলে প্লট বাতিলের নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে একজন উদ্যোক্তার পরিচালনাধীন ৩ টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে মোট ২৪ টি প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যাতে এখনও কারখানা ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি। শিল্প সচিব মহোদয় চলতি অর্থবছরের মধ্যেই খালি প্লটসমূহ দ্রুত বরাদ্দের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন এবং যত প্রভাবশালীই হোক তাঁর অধীনে অব্যবহৃত প্লটের বরাদ্দ বাতিল করার নির্দেশ প্রদান করেন।

উপ-ব্যবস্থাপক, বিসিক, সুনামগঞ্জ সভায় জানান যে সুনামগঞ্জ জেলায় কাঁচামাল আনা ও পণ্য পরিবহনের খরচ কমিয়ে আনার জন্য শিল্প মালিকদের পক্ষ থেকে নদীপথ ব্যবহারের জন্য একটি লোডিং/আনলোডিং ঘাট স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে। শিল্প সচিব মহোদয় বলেন বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাতেই শিল্পনগরীতে ৮৮ টি প্লট বরাদ্দ হয়েছে তাই নতুন করে কোনো জটিল প্রক্রিয়ায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি আরও বলেন সুনামগঞ্জ জেলা অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। সেই সম্ভাবনাকে উদ্যোক্তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

উপ-ব্যবস্থাপক, বিসিক, সুনামগঞ্জ সভায় জানান যে ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটিরশিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ), সুনামগঞ্জ কার্যালয়ের অধীন এ পর্যন্ত ১১২ টি ইউনিটের অনুকূলে ১০৩.৯৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং বিসিক নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ২৫ টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ২৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। শিল্প সচিব মহোদয় সঠিক উদ্যোক্তা বাছাই করে ঋণ প্রদান ও আদায়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপ-ব্যবস্থাপক বিসিক সুনামগঞ্জ সভায় জানান যে শিল্পনগরীর বিভিন্ন খাতে চলতি অর্থবছরে ১৬ জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত আদায়ের পরিমাণ ১৮.৮৯ লক্ষ টাকা যেখানে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট আদায় ছিল ১৬.৬৫ লক্ষ টাকা। শিল্প সচিব মহোদয় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উপ-ব্যবস্থাপক, বিসিক, সুনামগঞ্জ সভায় জানান যে চলতি অর্থবছরে প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়নের ৪ টি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২ টি প্রোফাইল প্রণয়ন করা হয়েছে। শিল্প সচিব মহোদয় আগ্রহী উদ্যোক্তাগণকে প্রোজেক্ট প্রোফাইল তৈরি করে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিসিক শিল্প মালিক সমিতির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবুল হোসেন সভায় বলেন যে বিসিকের জায়গা মর্টগেজ রেখে ব্যাংক ঋণ পেতে সমস্যা হয়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যাংকের কাছ থেকে সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। উপ-ব্যবস্থাপক, বিসিক, সুনামগঞ্জ জানান যে উদ্যোক্তার অনুকূলে বরাদ্দকৃত জমির প্রিমিয়াম সম্পূর্ণ পরিশোধিত না হওয়ায় লিজ দলিল সম্পন্ন হয়নি এবং এ জন্য ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির জন্য উদ্যোক্তার শিল্প প্লটটি মর্টগেজের যোগ্য হয়নি। শিল্প সচিব মহোদয় জমির লিজ দলিল সম্পন্ন হওয়ার পরও ব্যাংক ঋণ পেতে সমস্যা হলে ব্যাংকের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র প্রেরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিসিক শিল্প মালিক সমিতির পক্ষে সহ-সভাপতি মোঃ উজ্জ্বল মিয়া শিল্পনগরীর এলাকায় গাড়ির ড্রাইভিং শেখানোসহ অন্যান্য নিরাপত্তা বিঘ্নকারী কার্যক্রমের ব্যাপারে সহযোগিতার কথা বলেন। শিল্প সচিব মহোদয় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। বিউটিফিকেশন, ট্যুরিজমসহ অন্যান্য সম্ভাবনাময় শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য শিল্প সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সভায় উল্লেখ করেন যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের চাহিদা মেটানোর জন্য নতুন শিল্প ইউনিট গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া নিরাপত্তা ও ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

পরিশেষে ২০৪১ সালে উন্নত ও শিল্প সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে স্থানীয় স্বকীয়তা ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে শিল্প স্থাপনের জন্য সকলকে কাজ করার আহবান জানিয়ে এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

০৩। সচিব মহোদয়ের নির্দেশনাঃ

ক) প্রকৃত উদ্যোক্তা বাছাই করে শিল্প প্লটসমূহ বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং অব্যবহৃত প্লটসমূহের বরাদ্দ বাতিল করে পুন:বরাদ্দ করতে হবে। কোন প্লট খালি রাখা যাবে না।
খ) আগ্রহী উদ্যোক্তাগণকে বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত করে সুনামগঞ্জ জেলার সম্ভাবনাকে তুলে ধরতে হবে।
গ) সঠিক উদ্যোক্তা বাছাই করে ঋণ প্রদান ও ঋণ আদায়ের হার বৃদ্ধি করতে হবে।
ঘ) আগ্রহী উদ্যোক্তাগণকে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রজেক্ট প্রোফাইল তৈরি করে দিতে হবে।
ঙ) শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্লট মর্টগেজ রেখে ঋণ প্রদানে সমস্যা হলে তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। এছাড়া জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় বিষয়টিনিয়ে আলোচনা করতে হবে।
চ) জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা করে শিল্পনগরী এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

ছ) বিভিন্ন সম্ভাবনাময় শিল্প চিহ্নিত করে তা প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
জ) নিরাপত্তা ও ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঝ) উদ্যোক্তা খুঁজে বের করে রেজিস্ট্রেশন করাসহ তাদেরকে বাজার চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

ঞ) স্থানীয়ভাবে চাহিদা রয়েছে এমন শিল্পের উদ্যোগ নেয়ার জন্য কাজ করতে হবে।

ট) নতুন উদ্যোক্তা তৈরির জন্য কর্মসূচি নিতে হবে, ট্রেনিং দিতে হবে এবং সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে হবে।

০৪। বাস্তবায়নেঃ

ক) অতিরিক্ত সচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়।
খ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, মতিঝিল, ঢাকা।
গ) যুগ্মসচিব (বিসিক),শিল্প মন্ত্রণালয়।
ঘ) জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।
ঙ) আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক আঞ্চলিক অফিস, চট্টগ্রাম।
চ) শিল্প নগরী কর্মকর্তা, বিসিক, সুনামগঞ্জ।
ছ) সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বিসিক, বিসিক, সুনামগঞ্জ।
জ) চেম্বার অব কমার্স, সুনামগঞ্জ।
ঝ) নাসিব, সুনামগঞ্জ এবং
ঞ) এসএমসিআইএফ, সুনামগঞ্জ।

এমতাবস্থায় উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সচিব মহোদয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
১৭.০২.২০২০
দীপঙ্কর রায়
সচিবের একান্ত সচিব
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
শিল্প মন্ত্রণালয়
ফোন নম্বর: ০৮+০২ ৯৬৫৩৫৮২
ই-মেইলঃ ps2secy@moind.gov.bd

নং: ৩৬.০০.০০০০.০২১.১৬.০০৩.১৮-৬৭৫/১৬

তারিখঃ ০৪ ফাল্গুন ১৪২৬ / ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বিতরণ, সদয় অবগতি ও কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১) অতিরিক্ত সচিব (বিসিক) শিল্প মন্ত্রণালয় (সচিবের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য চেয়ারম্যান, বিসিককে পত্র দেয়ার জন্য অনুরোধসহ)
২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, ঢাকা
৩) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/প্রযুক্তি/বিপণন ও নকশা/অর্থ/প্রকল্প), বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, ঢাকা
৪) জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ
৫) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৬) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৭) উপসচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৮) সিস্টেম এনালিস্ট, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
৯) সিনিয়র সহকারী সচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
১০) আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক, চট্টগ্রাম
১১) উপ-ব্যবস্থাপক,বিসিক , সুনামগঞ্জ
১২) শিল্পনগরী কর্মকর্তা, বিসিক শিল্পনগরী, সুনামগঞ্জ
১৩) অফিস কপি।

১৭.০২.২০
সচিবের একান্ত সচিব
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
শিল্প মন্ত্রণালয়